রান্না বন্ধ হস্টেলে

কর্মী-বিক্ষোভে চারটি ক্যান্টিন মঙ্গলবার বন্ধ হওয়ায় আইআইএম জোকার হস্টেলবাসী পড়ুয়ারা সমস্যায় পড়েছেন। অভিযোগ, খাবারের মান খুব খারাপ। কর্মী ইউনিয়নের অভিযোগ, কিছু কর্মীকে বসিয়ে দেওয়া হয়। পৃ: ৩

বিক্ষোভে ক্যান্টিন বন্ধ আইআইএমে, বিপাকে শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা

পড়ুয়াদের অভিযোগ, নিম্ন মানের খাবার দেওয়া হচ্ছে। তা অস্বীকার করে কর্মী ইউনিয়নের পাল্টা অভিযোগ, জোর করে কর্মীদের একাংশকে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার প্রতিবাদে কর্মী বিক্ষোভে জোকার আইআইএমসি বা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট ক্যাম্পাসের ভিতরকার চার-চারটি হস্টেলের ক্যান্টিন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার সকালের এই আকস্মিক ঘটনায় ভীষণ আতান্তরে পড়েছেন ম্যানেজমেন্ট শিক্ষায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এই প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা।

পড়ুয়াদের অভিযোগ এবং কর্মী ইউনিয়নের পাল্টা অভিযোগ ঘিরে শুরু হওয়া চাপান-উতোরের সুরাহার কোনও লক্ষণ রাত পর্যন্ত দেখা যায়নি। কর্মী ইউনিয়ন জানিয়ে দিয়েছে, বসিয়ে দেওয়া কর্মীদের কাজে ফেরানোর আগে পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে। কর্তৃপক্ষ অবশ্য জানিয়েছেন, বিকল্প ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার এই অগ্রণী প্রতিষ্ঠানের 'স্টুডেন্ট কাউন্সিল' বা পড়ুয়া-পর্ষদের অভিযোগ, ক্যান্টিনে নিম্ন মানের খাবার নিয়ে কিছু দিন ধরেই বিতর্ক চলছিল। খাবারে পোকা, তারের অংশ ইত্যাদি পড়ে থাকতে দেখা যায় হামেশাই। এই নিয়ে বিশেষ করে নতুন হস্টেলের ক্যান্টিনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাকে বার বার সতর্ক করা সত্ত্বেও কাজ হয়নি। সেখানকার পড়ুয়ারা অন্য হস্টেলের ক্যান্টিনে যেতে শুরু করার পরে নতুন হস্টেলের ক্যান্টিন বন্ধ করে দেওয়া হয়।

প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সেখানে নতুন ঠিকাদার নিয়োগের পরে শুরু হয় গোলমাল। অভিযোগ, দিন চারেক আগে নতুন ঠিকাদারকে হুমকি দিয়ে ক্যান্টিন চালাতে বাধা দেওয়া হয়। এর পিছনে রাজনৈতিক প্রভাবের আশঙ্কার কথাও জানান পড়ুয়াদের একাংশ।

এ দিন সকালে পড়ুয়ারা দেখেন, বাকি তিনটি ক্যান্টিনও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সমস্যায় পড়েন হস্টেলগুলির পাঁচ শতাধিক পড়ুয়া। ক্যাম্পাসের গেটের বাইরে কর্মী বিক্ষোভের জেরে তাঁরা বাইরে থেকে সুইগি, জোম্যাটোর মাধ্যমে খাবার আনতে চাইলেও প্রাথমিক ভাবে বাধা দেওয়া হয় বলেও শিক্ষার্থীদের অভিযোগ। পরে অবশ্য পুলিশের হস্তক্ষেপে সেই সমস্যা মিটে যায়। পড়ুয়াদের অভিযোগ, অনেকের পরীক্ষা চলছে। তার মধ্যে এ ধরনের জটিলতায় মানসিক চাপ বাড়ছে।

খাবারের মান-সহ তাঁদের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ উঠলেও তার কোনওটাই মানতে রাজি নন কর্মী ইউনিয়নের নেতা অর্ধেন্দু মণ্ডল। তিনি বলেন, "আলোচনা ছাড়াই মাস দুয়েক আগে নতুন হস্টেলের ক্যান্টিনের ১২ জন কর্মীকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা এখানে ১৫-২০ বছর ধরে কাজ করছি। আমরা পড়ুয়াদের সঙ্গেও কথা বলতে চেয়েছিলাম। নিয়ম অনুযায়ী ঠিকাদার বদল হলেও কর্মীদের কাজ দেওয়ার কথা।" তাঁদের হুঁশিয়ারি, দাবি না-মিটলে ক্যাম্পাসের অন্যান্য কাজও বন্ধ হবে।

আইআইএমসি-র ডিন (নিউ ইনিশিয়েটিভ অ্যান্ড এক্সটার্নাল রিসার্চ) মণীশ ঠাকুর জানান, তাঁরা পড়ুয়াদের সমস্যার বিষয়টি দেখছেন এবং তাঁদের পাশেই আছেন। সকালের আকস্মিক ঘটনার জেরে আপাতত তাঁরা বিকল্প ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। তাঁদের আশা, জট দ্রুত কেটে যাবে।